দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 09 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 3 ...

002

ঢাকায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল হালিম

শোনা যাচ্ছে, ঢাকায় অনতিবিলম্বে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে। বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন, এ মর্মে আভাস পাওয়া গেছে। শিক্ষামন্ত্রীর এক সাম্প্রতিক ঘোষণায় এ সকল সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটা আমাদের দেশে এখনও তেমন স্পষ্ট না। অনেকে মনে করছেন এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে আবেকটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কি আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উপযোগী বলে প্রমাণিত হবে। বৃটেন ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে অন্তত: তাই মনে হয়।

বৃটেনে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তির সামনে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা লাভের সুযোগকে অবারিতভাবে উপস্থিত করার লক্ষ্য নিয়েই প্রথম মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আঠার বছরের বেশী বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন-- ইতিপূর্বে তিনি কোন রকম বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করে থাকুন বা না-ই থাকুন। কিন্তু এটা কোন ছেলেখেলা নয়। বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ঐ দেশের সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে এবং শিক্ষায় জগতে তার সম্মানও অপরিসীম। ১৯৭১ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার। আর এখন তার ছাত্র সংখ্যা দেড় লাখেরও বেশী। এতে বোঝা যায় যে, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি বৃটেনে সাফল্য অর্জন করেছে।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রই কর্মজীবী পুরুষ বা মহিলা। তাঁরা বাসায় বসে অবসর সময়ে পড়াশোনা করেন। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের শিক্ষা লাভে নানাভাবে সাহায্য করে। যথা, বিশেষভাবে রচিত পাঠ্য-পুস্তক ও পুস্তিকা সরাসরি ছাত্রদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে পাঠ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। আবার এক এক অঞ্চলে পাঠকেন্দ্র স্থাপন করে শিক্ষকের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের ছাত্রদের শিক্ষাদান করা হয়। অনুমান করা চলে, আমাদের দেশের যে সকল কর্মজীবী নানা কারণে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়েছেন তারাও বৃটেনের মানুষের মত সুযোগ পেলে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিতেও উচ্চশিক্ষা লাভে সমর্থ হবেন।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাল দিক হচ্ছে : এতে শিক্ষালাভের সুযোগ উন্মুক্ত, কিন্তু শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শনের সুযোগ অবারিত নয়। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সব দিক দিয়েমুক্ত বলে এতে গোপনীয়তার সুযোগ বিশেষ নেই। এর সকল কার্যক্রমই প্রকাশ্যে এবং জনসাধারণের চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের মান যথেষ্ট উচ্চ পর্যায়ের কিনা, তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন সময়ই অনায়াসে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অগণিত জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে বি এ এবং বি এ (সম্মান) এ দুই ধরনের ডিগ্রী প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয়ে সাফল্য অর্জন করলে তবে ঐ ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এক একটি বিষয়ে সাফল্য অর্জন করলে তাকে বলা হয় একটি 'ক্রেডিট'। সাধারণ বি, এ ডিগ্রী লাভের জন্য ৬টি ক্রেডিট এবং বি.এ (সম্মান) ডিগ্রী লাভের জন্য ৮টি ক্রেডিট পাওয়া প্রয়োজন। তবে প্রতি বছর উর্ধপক্ষে ২টি ক্রেডিট নেওয়া যেতে পারে, তার বেশি নয়। আবার প্রয়োজনবোধে অর্ধেক ক্রেডিট অর্জন করারও সুযোগ রয়েছে। দু'টো অর্ধ-ক্রেডিট যোগ করলে একটি পুরো ক্রেডিট হবে। এতে ছাত্রদের পক্ষে সময়, সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

যে সকল ছাত্র ইতিপূর্বে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে অর্ধ ক্রেডিট থেকে ৩টি ক্রেডিট পর্যন্ত রেয়াত প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে বিশেষ বিশেষ ছাত্রের পক্ষে শিক্ষার পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব হয়, ফলে জাতীয় সম্পদ রক্ষা পায়।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। এ মৌলিক বিষয়ের পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত হয় যে এ বিষয়গুলো অধ্যয়নের জন্য কোন প্রাথমিক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয় না। মৌলিক পর্যায় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪০টি বিষয় বা কোর্স থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় বা পছন্দের বিষয়সমূহ বেছে নিতে পারেন। সাধারণভাবে মানবিকী, বিজ্ঞান, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, শিক্ষা প্রণালী প্রভৃতি বিদ্যা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের ঈপ্সিত বিষয়সমূহ নির্বাচন করেন।

যাঁরা ডিগ্রী লাভের জন্য অধ্যয়ন না করে ব্যক্তিগত আগ্রহ চরিতার্থ করার জন্য বা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এক বা একাধিক বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চান তাঁদের জন্যও বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত। যে বিষয়ে ছাত্ররা পড়াশোনা করেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ঐ বিষয়ে তাদের একটা সনদপত্র বা সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ছাত্ররা যদি পরবর্তীকালে স্নাতক শ্রেণীতে নিয়মিত ছাত্ররূপে ভর্তি হন তখন এ সার্টিফিকেট এবং কৃতিত্বকে গণ্য করা হয়। বৃটেনে ১৯৮৮ সালে এভাবে ১৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করেছেন। বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীও প্রদান করা হয়। এ সকল ডিগ্রীর মধ্যে রয়েছে এম এ, এম, এসসি, এম, বি, এ। যাঁরা গবেষণা সন্দর্ভ রচনা করেন তাঁদের বি,ফিল, এস ফিল এবং পি এইচ, ডি, ডিগ্রী প্রদান করার ব্যবস্থাও আছে।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আতকগণ অন্যান্য প্রচলিত প্রথার বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য সহজেই ভর্তি হতে পারেন। এর কারণ হচ্ছে, ঐ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি পরীক্ষা ব্যবস্থা সকলের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য যে পদ্ধতি অনুসরণ করে তা হল : বই পড়া, রেডিও এবং টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান শোনা ও দেখা, শিক্ষকের নিকট থেকে শেখা, নিয়মিত লিখিতভাবে প্রশ্নোত্তর প্রদান এবং পরীক্ষা প্রদান। প্রথম নয়মাস ছাত্রদের প্রতি সপ্তাহে ১২থেকে ১৪ ঘন্টা পড়াশোনা করতে হয়। ডাকযোগে এসকল পাঠ্যবিষয় ও বই-পুস্তক ছাত্রদের নিকট পাঠানো হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন রকম প্রশ্নপত্র, অনুশীলনী প্রভৃতিও ডাকযোগে পাঠানো হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সকল পাঠমূলক অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয় সে বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক রচনা ও পাঠ্য বিষয়াদিও নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়। বিজ্ঞানের ছাত্ররা যাতে বাড়িতে বসে পরীক্ষণ ও গবেষণা করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে একসেট যন্ত্রপাতিও ডাকযোগে ছাত্রদের নিকট পাঠানো হয়।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নিয়মিত অনুশীলনী ও প্রশ্নের উত্তর লিখে ডাকযোগে ফেরত পাঠান। নির্দিষ্ট শিক্ষক ও পরীক্ষক এ সকল উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন এবং উত্তরের মান অনুসারে নম্বর প্রদান করেন।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তবু বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করেন না, শিক্ষকের নিকটও পড়াশোনা করেন। শিক্ষকরা সকলেই খণ্ডকালীন শিক্ষক। প্রতি শিক্ষক প্রায় ২০ জন ছাত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারা বৃটেনে প্রায় ২৬০টি পাঠকেন্দ্র রয়েছে। এ সকল পাঠকেন্দ্রে শিক্ষকরা ছাত্রদের পাঠদান করেন, প্রশ্নের উত্তর সংশোধন করে দেন ও সর্বপ্রকারে সাহায্য করেন।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বছরে একবার করে এক সপ্তাহের একটি গ্রীষ্মকালীন স্কুল পরিচালনা করেন। প্রত্যেক ছাত্রকে অবশ্যই এ স্কুলে উপস্থিত থাকতে হয়। ১৯৮৬ সালে বৃটেনের ২০টি বিভিন্ন স্থানে এ রকম স্কুল পরিচালনা করা হয়েছিল। প্রায় ৩৩ হাজার ছাত্র ঐ সকল স্কুলে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

সবশেষে আসে পরীক্ষার বিষয়টি। পাঠ সমাপ্ত হলে ছাত্রের লিখিত পরীক্ষা দেন। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পরীক্ষকগণ ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর ও সারা বছরের কাজের রেকর্ডের হিসাব নিয়ে ছাত্রদের ক্রেডিট প্রদান করা হয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম অনুসরণ করা হয়, বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ঐ রকম কঠোর নিয়ম অনুসরণ করা হয়। এ কারণে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

বৃটেনের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য পৃথিবীর অনেক দেশেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে ভেনিজুয়েলা, কোষ্টারিকা, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলংকা, ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশে বৃটেনের সহযোগিতায় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে এটা তাই বাংলাদেশের জন্য এক বিশেষ সুসংবাদ। বাংলাদেশের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে প্রচুর সংখ্যক আগ্রহী ব্যক্তি যারা আর্থিক ও অন্যান্য নানা অসুবিধার দরুন ইতিপূর্বে বিভিন্ন পর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরাও এখন শিক্ষালাভ এবং উচ্চ-শিক্ষা সমাপ্ত করতে সক্ষম হবেন। প্রতি বছর যাঁরা নানা কারণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন তাঁরাও মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করতে সমর্থ হবেন। এর ফলে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মান বৃদ্ধি পাবে। ফলত: বাংলাদেশে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা শুধু ব্যক্তির উন্নতি সাধন নয়, জাতির বিকাশের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।